BANGLADESH
HEALTH WATCH

তারিখ: ১৬ জুন ২০২১

বরাবর

অধ্যাপক ডা. আবুল বাশার মোহাম্মদ খুরশিদ আলম

মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য সেবা

স্বাস্থ্য সেবা ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বিষয়: প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে টিকা প্রদান

মহাপরিচালক মহোদয়,

কোভিড-১৯ এর ভয়াবহ দুর্যোগ থেকে দেশের জনগণকে রক্ষায় আপনি যে আন্তরিক প্রচেষ্টা চালিয়েছেন সে জন্য আমরা আপনাকে এবং আপনার প্রতিষ্ঠানের সকল সহকর্মীকে কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাই। বিশ্বের এই অঞ্চলের দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ দ্রুততম সময়ে নাগরিকদের বিনামূল্যে টিকা প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

আপনাদের এই মহৎ উদ্যোগকে সফল করার জন্য আমরা কিছুবিষয় আপনার নজরে আনতে চাই। অনুগ্রহ করে দৈনিক প্রথম আলো ও ডেইরি স্টার পত্রিকায় প্রকাশিত সংযুক্ত প্রতিবেদন তিনটি দেখুন। স্বাস্থ্য সুরক্ষায় নাগরিক মঞ্চ 'বাংলাদেশ হেলথ ওয়াচ' ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন এলাকার তথ্য নিয়ে প্রস্তুতকৃত এই অনুসন্ধানীমূলক সংবাদ প্রতিবেদন তৈরিতে পৃষ্ঠপোষকতা দিয়েছে। বিভিন্ন ধরনের প্রান্তিক জনগোষ্ঠী, যারা সংক্রমণের উচ্চ ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে, যেমন, কবর খননকারী, পাথর উত্তোলনকারী, নগরের পরিছন্নতাকর্মীদের তথ্যনিয়ে প্রতিদেনগুলো তৈরি করা হয়েছে। প্রতিবেদনে নিম্নলিখিত অস্বস্তিকর তথ্য প্রকাশিত হয়েছে:

২০২১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে টিকা বিষয়ক প্রচারণা শুরু হলেও সাক্ষাৎকার প্রদানকারীদের মধ্যে কেউ কেউ টিকা প্রদানের বিষয়টি জানেন না বলে উল্লেখ করেছেন, যদিও কিছু ক্ষেত্রে তাদের কাছাকাছি এলকাতেও প্রচারণা চালানো হয়েছে। কারও কারও ক্ষেত্রে এটি শুধু তথ্য পাওয়ার বিষয় নয়, নিবন্ধন করার ক্ষেত্রেও তাদের সমস্যা ছিল, কারণ তাদের জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর, এমনকি জন্ম সনদও নেই। এছাড়াও যাদের স্মার্টফোন আছে তারাও অনেকে কীভাবে নিবন্ধন করবেন, তা জানেন না।

যেহেতু অল্প বেতনের এইসকল কর্মীরা সিটি কর্পোরেশন বা পৌরসভার স্থায়ী চাকুরজীবী নয়, তাই তাদের নিয়োগদাতা প্রতিষ্ঠানগুলোও টিকার নিবন্ধনে সহায়তা করতে তাগিদবোধ করে না। এমনকি স্থায়ী

কর্মীদের ক্ষেত্রেও পরিস্থিতি এরচেয়ে ভাল নয়। কিছু ক্ষেত্রে টিকা দেওয়ার জন্য তালিকা তৈরি করা হলেও শেষ পর্যন্ত তা আর কাজে লাগানো হয়নি।

উপরে উল্লেখিত তথ্যের আলোকে আপনার সদয় বিবেচনা ও বাস্তবায়নের জন্য আমরা কিছু সুপারিশ উল্লেখ করতে চাইঃ

১. সংক্রমণের উচ্চ ঝুঁকিতে রয়েছে উপরে উল্লেখিত এমন কিছু শ্রেণির মানুষের জন্য আগে থেকে নিবন্ধনের নিয়মের বিষয়টি ছাড় দেওয়া যেতে পারে, যাতে তারা টিকা প্রদান কেন্দ্রে এসে (জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর থাকুক বা না থাকুক) সরাসরি নিবন্ধন করতে পারে সে ব্যবস্থা করা দরকার।

২. গ্রামাঞ্চলে স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা বিভাগের মাঠকর্মী, শিক্ষক, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ের জেষ্ঠ্য শিক্ষার্থী, স্থানীয় সরকারের সদস্যগণ টিকার উপকারিতা, প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে পরিবার পর্যায়ে মানুষদের প্রাথমিক ধারণা দিতে পারে এবং কারও মধ্যে ভয় বা শঙ্কা থাকলে তা দূর করতে পারে। তারা লোকজনকে টিকা প্রদান কেন্দ্রে নিয়ে আসতে পারে। ইপিআই টিকা প্রদানের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে এমন কেন্দ্রগুলি এই টিকা প্রদানের জন্য ভাল হবে।

৩. টিকা গ্রহণের জন্য পরামর্শ দেওয়ার পরও কেউ টিকা নিতে না আসলে তাদেরকে প্রয়োজনে ফোন করে বারবার তাগাদা দেওয়া উচিৎ।

৪. শহরে সিটি কর্পোরেশন এবং পৌরসভার পক্ষ থেকে অল্প বেতনের কর্মীদের নাম তালিকাভুক্ত করে জমা দিতে হবে, যাতে টিকা কেন্দ্র থেকে তাদের ফোন করে টিকা নিতে আসার কথা বলতে পারে। তালিকাভুক্ত সকলেই টিকা গ্রহণ শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাদেরকে ফোনে তাগাদা দিতে হবে।

৫. আপনার উপরে আস্থা রেখে আমরা বিনীতভাবে অনুরোধ করছি যে, প্রত্যেকের মাস্ক পরা এবং পরিবারের বাইরের মানুষদের থেকে কমপক্ষে ছয়ফুট দূরত্ব বজায় রাখার বিষয়টি মেনে চলতে জনগণকে উৎসাহিত করার জন্য যাতে সর্বোচ্চ গুরুত্ব প্রচারণা চালানোর উদ্যোগ নিতে হবে।

উল্লেখিত বিষয়ে আপনার আরও কোন জিজ্ঞাস্য থাকলে অনুগ্রহ করে আমাদের জানাবেন।

শুভেচ্ছান্তে,

আবু মোহাম্মদ জাকির হোসাইন, এমডি, পিএউচডি
প্রধান, টিকা বিষয়ক থিমেটিক গ্রপ
বাংলাদেশ হেলথ ওয়াচ

আ. মুশতাক রাজা চৌধুরী, পিএইচডি
আহবায়ক
বাংলাদেশ হেলথ ওয়াচ

অনুলিপি, সদয় অবগতির জন্য:

১। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়

২। মাননীয় সচিবের একান্ত সচিব, স্বাস্থ্যসেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

৩. অধ্যাপক ডা. মিরজাদী সেব্রিনা ফ্লোরা, অতিরিক্ত মহাপরিচালক, (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন), ডিজিএইচএস, মহাখালী, ঢাকা

৪. অধ্যাপক ডা. তাহমিনা শিরিন, পরিচালক, আইইডিসিআর, ডিজিএইচএস, মহাখালী, ঢাকা